শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউট (হাই স্কুল)

• নিজে পড়ো (নবম শ্রেণি: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য)

পাঠ্য: হিমালয় দর্শন

- **রচয়িতা**: বেগম রোকেয়া (পরিচিত/পাঠ্যবই থেকে রচয়িতার পরিচয় পাঠ্য)
- **উৎস**: কূপমণ্ডূকের হিমালয় দর্শন (প্রথম প্রকাশ: মহিলা পত্রিকা ১৩১১)
- **মূলভাব**: লেখিকা হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলে ভ্রমণের মাধ্যমে যে দর্শনগত অভিজ্ঞতালব্ধ হয়েছেন তারই আলেখ্য প্রবন্ধটি। প্রকৃতির সন্তান মানুষ প্রকৃতির সৌন্দর্যের সংস্পর্শে এসে নিজের আদিম সত্তাকে অনুসন্ধান করে। মানুষ বিশেষ থেকে নির্বিশেষে দিকে যাত্রা করে। সীমা থেকে অসীমে। ওই অসীমের পথে পাওয়া যায় ঈশ্বরের দর্শন। ঈশ্বরের স্থূল ধারণা ভেঙে গিয়ে তা হয়ে ওঠে সৌন্দর্যের সমার্থক।
- **শব্দার্থ**:

শব্দ	পদ	অর্থ	ব্যাকরণগত পরিচয়
বসুমতী	বি	ধরিত্রী	তৎসম শব্দ
সীমন্ত	বি	সিঁথি	তৎসম শব্দ
কূপ	বি	পাতকুয়ো, ইদারা	তৎসম শব্দ
ছিনে জোঁক	বি	সরু জোঁক বিশেষ	দেশি শব্দ
শ্রমশীলা	বি	পরিশ্রমী	গুণবাচক বিশেষ্য
দুগ্ধফেননিভ	বিণ	দুধের ফেনার মতো	স্ত্রী–দুগ্ধফেননিভা
পরমেশ্বর	বি	বিধাতা	পরম+ ঈশ্বর
চিত্রকর	বি	যিনি চিত্র অঙ্কন করেন	চিত্র+√কৃ+অণ

- **ভ্রমণ বৃত্তান্ত মূলক রচনা:**

  i. রচয়িতা কোনো নির্দিষ্ট স্থানে ভ্রমণের সময় যে দর্শনজনিত অভিজ্ঞতালব্ধ হন, তা লিখিত আকারে বর্ণনা করলে, তাকেই ভ্রমণবৃত্তান্তমূলক রচনা বলে।

নমুনা প্রশ্ন:

❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর: (কমবেশি ২০ শব্দ)

১. হিমালয় রেলরোড কোথা থেকে আরম্ভ হয়েছে?

উত্তর: শিলিগুড়ি থেকে হিমালয় রেলরোড আরম্ভ হয়েছে।

২. লেখিকার কি দেখে নদী বলে ভ্রম হয়েছিল?

উত্তর: নিম্ন উপত্যকায় নির্মল শ্বেত কুজ্ঝটিকা দেখে লেখিকার নদী বলে ভ্রম হয়েছিল।

৩. ভুটিয়ানিরা সমতল অঞ্চলের মানুষদের কি বলে?

উত্তর: ভুটিয়ানিরা সমতল অঞ্চলের মানুষদের বলে ' নীচেকা আদমি'।

৪. কোন পত্রিকায় লেখিকা 'ঢেঁকি শাক'-এর কথা পাঠ করেছেন?

উত্তর: মহিলা পত্রিকায় লেখিকা 'ঢেঁকি শাক'-এর কথা পাঠ করেছেন।

৫. প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দর্শনকালে লেখিকার মন-প্রাণ সমস্বরে কি বলে ওঠে?

উত্তর: প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দর্শনকালে লেখিকার মন-প্রাণ সমস্বরে বলে ওঠে "ঈশ্বরই প্রশংসার যোগ্য। তিনিই ধন্য"।

❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর (কমবেশি ৬০ শব্দ)

১. 'হিমালয় দর্শন'প্রবন্ধ অবলম্বনে ভুটিয়ানিদেরা পরিচয় দাও।

উত্তর: হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী ভোট জনগোষ্ঠীর মহিলাদের ভুটিয়ানি বলা হয়। ভুটিয়ানিরা নিজেদের পাহাড়নি বলে পরিচয় দেয়। লেখিকা তাদের সৎ, শ্রমশীল ও কর্মঠ চরিত্র দেখে মুগ্ধ হন। বন্ধুর প্রকৃতিতেই তাদের নিরন্তর সংগ্রামের জীবন। অন্য কোন বন্য প্রাণকে ভয় না পেলেও **ছিনে** জোঁকের হাত থেকে তারা রেহাই পায় না।ভুটিয়ানিরা সাত গজ লম্বা কাপড় ঘাগরার মতো করে পরে, কোমরে জড়ানো থাকে একখন্ড কাপড়, গায়ে জ্যাকেট এবং বিলাতি শাল দ্বারা মাথা ঢাকে। পুরুষদের চেয়ে বেশি এরা পাহাড়ী পথে বোঝা বহন করে। অর্থনৈতিক দিক থেকেও এরা পুরুষের মুখাপেক্ষী নয়।

২. 'না, সাধ তো মিটে নাই।'- বক্তার কোন সাধ মেটেনি? তাঁর স্বাদ মেটে নি কেন?

উত্তর: ০ লেখিকা বেগম রোকেয়ার পাহাড় দর্শনের সাধ না মেটার কথা বলা হয়েছে।

০ বঙ্গোপসাগরে সমুদ্রের সামান্য নমুনা দেখার পর লেখিকা হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলে এসেছেন পাহাড় দর্শনের ইচ্ছা পূরণ করতে। এই অঞ্চলে ভ্রমণ করতে করতে লেখিকা প্রকৃতির নিখুঁত ও নিবিড়তম সৌন্দর্যের প্রতি মোহিত হয়েছেন। ঝরনা, অরণ্য, মেঘ, কুয়াশার দর্শন করার পরেও খুঁজেছেন স্থানীয় মানুষদের মধ্যে অসীম সৌন্দর্য। যত সৌন্দর্য দেখেছেন ততই তাঁর পিপাসা বেড়ে যাচ্ছে। সৌন্দর্য তাঁকে সীমাহীন সৌন্দর্যের দিকে আকর্ষণ করছে, তাই লেখিকার সাধ পূর্ণ হয় না।

❖ রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর: (কমবেশি ১৫০ শব্দ)

১. 'প্রভু অনেকগুলি চক্ষু দেন নাই কেন?'-বক্তা কে? বক্তার এই আক্ষেপের মধ্য দিয়ে বক্তার কোন উপলব্ধি আমাদের কাছে প্রস্ফুটিত হয় তা আলোচনা করো। ১+৪=৫

উত্তর: ০ 'হিমালয় দর্শন' প্রবন্ধে লেখিকা বেগম রোকেয়া(মূলগ্রন্থ : কূপমণ্ডূকের হিমালয় দর্শন) হিমালয়ের নৈসর্গিক প্রকৃতির সংস্পর্শে এসে আত্মহারা হয়েছেন। আলোচ্য উক্তিটির বক্তা স্বয়ং লেখিকা।

০ মানুষ প্রকৃতির সন্তান। মানব দেহ ও মানব মন প্রকৃতি মাতার সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। নাগরিক কর্মব্যস্তময় জীবন থেকে একটু প্রকৃতির সংস্পর্শে ফিরে গেলেই সেই নিবিড় বন্ধন আমরা টের পাই গভীরভাবে। বেগম রোকেয়া প্রথম পাহাড়ে এসে তার প্রাথমিক রূপের মধ্যে পেয়েছেন অপার মুগ্ধতা। হিমালয় রেল রোড ধরে যতই উপরের দিকে উঠেছেন ততই নৈসর্গিক শোভা লেখিকাকে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে নিয়েছে। লেখিকা অরণ্য, পাহাড়, কুয়াশা, ঝর্ণার দৃশ্য দেখতে দেখতে স্থানীয় মানুষজন এর জীবনযাত্রাতেও খুঁজে পেয়েছেন সৌন্দর্য। ভুটিয়ানিদের শ্রমশীল, কর্মঠ জীবনযাত্রা থেকে তিনি জীবনের পাঠ নেন। পাহাড়ের বাসভবনের কাছে ঝরনার স্রোত দেখতে দেখতে তার ভক্তির উচ্ছ্বাস দ্বিগুণ বেড়ে যায়। তবু তাঁর প্রকৃতির সৌন্দর্য উপলব্ধি করার সাধ মেটেনা। তিনি বলেন-

'যত দেখি, ততই দর্শন পিপাসা শতগুন বাড়ে।'

লেখিকা সৌন্দর্য দেখতে পান সেইসঙ্গে উপলব্ধি করেন সৌন্দর্যের অসীমতাকে। এজন্য তিনি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেন। ঈশ্বর আর সৌন্দর্যের যে শাশ্বত একাত্মতা তা যেন উপলব্ধ হয় তাঁর। সীমা থেকে অসীমের দিকে মনের যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু মনের এই যাত্রায় চক্ষু সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। দুটো মাত্র চোখ দিয়ে তাঁর মনের পিপাসা মেটে না, তাই প্রকৃতির অপরূপ রূপে মোহিত হয়ে লেখিকা এই আক্ষেপ করতে বাধ্য হয়েছেন।

নিজে করো:

- **অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর: (কমবেশি ২০ শব্দ):**
  - **১. ইস্ট ইন্ডিয়ান রেল গাড়ির পরিচয় দাও।**
  - **২. ভুটিয়ানিরা সমতলের মানুষকে কি বলে?**
  - **৩. লেখিকার মতে কিভাবে উপাসনা করলে তৃপ্তি হয়?**
- **সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর: (কমবেশি ৬০ শব্দ)**
  - **১. বেগম রোকেয়া ভুটিয়ানিদের ' অবলা ' বলতে সংশয়ী ছিলেন কেন?**
  - **২. 'হিমালয় দর্শন'প্রবন্ধ অবলম্বনে লেখিকার রেল যাত্রার বর্ণনা দাও।**
- **রচনাধর্মী প্রশ্ন উত্তর: (কমবেশি ১৫০ শব্দ)**
  - **১.'এখানকার বায়ু পরিষ্কার ও হালকা'-'এখানকার'বলতে কোন স্থানকে বোঝানো হয়েছে? স্থান এর আবহাওয়ার পরিচয় দাও। ২+৩=৫**

বি.দ্র:-

- **ছাত্র-ছাত্রীদের কোনো সমস্যা থাকলে তারা নির্দিষ্ট প্রশ্ন, নিজের নাম, শ্রেণি, ক্রমিক সংখ্যা ও ফোন নম্বর সহ নিচের মন্তব্য কোশ(comment box)-এ জানাও। আমরা সরাসরি যোগাযোগ করে নেবো।**